Centre for Climate Justice – Bangladesh (CCJ – B)
9/40, Eastern Plaza, 70, Bir Uttam C. R. Dutta Road, Hatirpool, Dhaka – 1205, Bangladesh.
E-mail: khan_elaw@yahoo.com
Website: www.ccj-b.org

রেফারেন্সঃ এমই/আইসিজে/০৩/২০২৫ *তারিখঃ* ২৩ জুলাই, ২০২৫

আন্তর্জাতিক আদালতের জলবায়ু পরিবর্তনে রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব বিষয়ে মতামত প্রকাশ

২৩ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক আদালত বা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক মতামত প্রকাশ করে। আদালত সর্বসম্মতিক্রমে মতামত দেয়, জলবায়ু ও পরিবেশের অন্যান্য অংশকে মানবসৃষ্ট গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হতে রক্ষা করা রাষ্ট্রের আইনগত দায়দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ, পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ, প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন, সামুদ্রিক আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন প্রযোজ্য। দায়দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র তার চলমান ক্ষতিকর কর্মকান্ড বন্ধ করতে, ক্ষতির পুনরাবৃত্তি রোধ করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকে আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

ইতোপূর্বে, ২০২৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে উত্থাপিত হয়। এই প্রশ্নগুলো প্রস্তুত করতে ভানুয়াতুর নেতৃত্বে বাংলাদেশসহ ১৮টি দেশ অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে, গত বছর ৯৬টি রাষ্ট্র ও ১১টি অন্তর্জাতিক সংগঠন বিভিন্ন ধাপে তাদের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার প্রায় সাত মাস পর আদালত তার মতামত প্রকাশ করলো।

এই মতামত আগামীর জলবায়ু সংক্রান্ত কার্যক্রমে বিশেষ প্রভাব রাখবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞরা এই মতামতকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশের বিশিষ্ট জলবায়ু বিশেষজ্ঞ জনাব এবং সেন্টার ফর ক্লাইমেট জাস্টিস – বাংলাদেশ (সিসিজে-বি)-এর পরিচালক জনাব হাফিজ খান বলেন, "এটি একটি প্রগতিশীল মতামত। এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।" অপরদিকে, আদালতের মতামতপ্রকাশের পর প্রথম অফিসিয়াল সংবাদ সম্মেলনে ভানুয়াতুর মন্ত্রী রালফ রাগেনভানু এই মতামতকে আদলতের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করেন।

এই পর্যায়ে, এই মতামতটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাঠানো হবে। আশা করা যায় সাধারণ পরিষদ পরবর্তীতে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এই মতামতকে সমর্থন জানাবে।

এই মতামত বিষয়ে বিশ্বব্যাপী কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে প্যাসিফিক আইল্যান্ডস স্টুডেন্টস ফাইটিং ক্লাইমেট চেঞ্জ (পিআইএসএফসিসি) এবং ওয়ার্ল্ড ইয়োথ ফর ক্লাইমেট জাস্টিস (ডব্লিউওয়াইসিজে) রাষ্ট্রগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। এখন এই উপদেশমূলক মতামত বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তাই দেখার বিষয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (২৩ জুলাই, ২০২৫)ঃ সেন্টার ফর ক্লাইমেট জাস্টিস – বাংলাদেশ (সিসিজে-বি) এবং ওয়ার্ল্ড ইয়োথ ফর ক্লাইমেট জাস্টিস (বাংলাদেশ ফ্রন্ট)।

.....